১. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখেন। (মুসলিম: বাবু তাহরিমি জুলমিল মুসলিমি, ৪৬৫১)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى الدُّنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْاِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ۔(بُخَارِىْ: بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ)

২. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরেই নির্ভর করে । আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরাত করে দুনিয়ার দিকে, তাকে অর্জন করার জন্য অথবা কোন মহিলার দিকে তাকে বিয়ে করার জন্য তাহলে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যই গণ্য হবে (বুখারী)

ঈমান

- **আল-কুরআন**

وَ الْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۙ

১. সময়ের কসম, নিশ্চয় আজ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।(সূরা আসর ১০৩:১-৩)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

২. তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে, এরপর এতে কোন সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে

জিহাদ করেছে। এরাই সাচ্চা লোক। (সূরা হুজুরাত- ৪৯:১৫)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا•

৩. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখ, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল। (সূরা নিসা- ০৪:৭৬)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ•

৪. রাসূল ঐ হেদায়াতের উপর ঈমান এনেছেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাজিল হয়েছে এবং যারা এ রাসূলকে মানে তারাও ঐ হেদায়াতকে মন থেকে মেনে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে মানে। আর তারা বলেঃ আমরা আল্লাহর রাসূলগণের একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করি না, আমরা হুকুম শুনেছি আনুগত্য কবুল করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে গুনাহ মাফ চাই এবং আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা- ০২:২৮৫)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ•

৫. হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? (সূরা সফ-২)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা- ৩, ৬২, ৮৫, ২৫৬, ২৫৭, সূরা আলে ইমরান- ৮৪, ১৭৫, ১৭৯, সূরা নিসা- ২৫,৭৬, সূরা মায়েদা- ১,৮৭-৮৮, সূরা আনয়াম- ৪৮,৮২, সূরা আরাফ- ৯৬, সূরা আনফাল- ৪, সূরা ইউসুফ- ৬৩-৬৪. সূরা নাহল-৯৭,৯৯, সূরা মারইয়াম- ৯৬, সূরা হাজ্জ- ২৩. সূরা মু'মিনূন- ১-৩. সূরা নূর-৬২. সূরা যুমার- ১০. সূরা মোমেন- ৫১, সূরা হাদিদ-১২, সূরা হাশর-১০,২১, সূরা সফ- ২-৩,১১,১২, সূরা তাগাবুন- ২,৮,